(খ) ঋণ বিতরণ ঃ ১ম পর্যায়ে এডিবি হতে প্রাপ্ত ১৯৩.০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল ব্যবহার করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংক ও ইউবিসিসিএ'র মাধ্যমে ১২৭৭.৪০ কোটি টাকা ৫০৪২৬২ জন সমবায়ী সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে পুরাতন ১৫২টি উপজেলায় সোনালী ব্যাংক ও বিআরডিবি'র মধ্যে বিদ্যমান ব্যাংকিং প্ল্যান/সংশোধিত ব্যাংকিং প্ল্যান অনুযায়ী ঋণ বিতরণ কাজ অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া নতুন ৩৮টি উপজেলার জন্য ঋণ তহবিল বাবদ সংস্থানকৃত ৭০.০০ কোটি টাকা দ্বারা নতুন উপজেলায় ২,১০,৮৬৮ জন সদস্যের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হবে।

(গ) ঋণের সুদের হার ঃ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে (On Declining balance system) ঃ ২০% যা সরকারি ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালায় বর্ণিত সুদের হার ১১% এর চেয়ে কম।

(ঘ) ঋণ সীমা ঃ ৭,০০০/-টাকা-৩০,০০০/-টাকা

(ঙ) ঋণ আদায় ঃ সাপ্তাহিক কিস্তিতে (৫২ কিস্তি)।

(চ) ঋণ ব্যবহারের কর্মকাণ্ড ঃ প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কৃষিক্ষেত্রে (ফল-মূল, শাক-সব্জী আবাদ, নার্সারী স্থাপন, জৈবসার তৈরী, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ,ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্প স্থাপন), মৎস্য সম্পদ ক্ষেত্রে (মৎস্য চাষ, মৎস্য খামার, মৎস্য ব্যবসা), পশু সম্পদ ক্ষেত্রে (গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী ও ছাগলপালন, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়ন ও ডেইরী খামার তৈরী), জ্বালানী ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৃৎ শিল্প, তাঁতের কাজ, কম্পিউটার, সেলাই ইত্যাদি ৩৯টি কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক কর্মকাণ্ডেও ঋণ বিতরণ করার সংস্থান ডিপিপিতে রয়েছে।

৮.১০।

প্রশিক্ষণ ঃ প্রশিক্ষণ প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। প্রকল্পের আওতায় সমবায়ী সদস্য এবং কর্মচারীদেরকে সমবায় ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত কারিকুলাম ও প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বিশেষজ্ঞ প্রকৃতির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগী/সমবায়ীর সংখ্যা ৩৩৪৩৮৫ জন (সমবায় ব্যবস্থাপনা-১০৬১০৮জন, আইজিএ-৯৩৮১৮, দক্ষতা উন্নয়ন-৯৫৭২৬ জন, বুককিপিং-৩৭৪৯৮জন, অন্যান্য-২৩৫জন)। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ৩৩৮৬০৯জন (সমবায়ী-৩৩২৬৬০ জন, কর্মকর্তা/কর্মকচারী ও অন্যান্য-৫৯৪৯ জন)।

৮.১১। নির্মাণ ও মেরামত কাজ ঃ প্রকল্প মেয়াদকালে বিদ্যমান উপজেলা পল্লী ভবনের উপর তলায় বা উপজেলা চত্বরের অন্যকোন জায়গায় ৩৮টি নতুন উপজেলায় ৩৮টি ইউবিসিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে এবং পুরাতন ১৫২টি উপজেলায় প্রয়োজন ভিত্তিক মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হবে। নির্মাণ ও মেরামতের জন্য যথাক্রমে ৫৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয়েছে।

৮.১২। কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Computerization of MIS) ঃ প্রকল্পাধীন ৫টি অঞ্চলের ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে প্রকল্প মেয়াদকালে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে কম্পিউটার ভিত্তিক করা হবে। এতে বিআরডিবি, আরডিসিডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রকল্প কার্যক্রম ফলপ্রসুভাবে পরিবীক্ষণের সুযোগ পাবে। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৮.১৩। ইউবিসিসিএ'র স্বয়ম্ভরতা অর্জন ঃ প্রকল্পের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পর তাদের নিজস্ব পুঁজি ব্যবহার করে ঋণ বিতরণ কাজ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখতে পারে।

৮.১৪। প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রভাব সমীক্ষা ও নিরীক্ষা ঃ প্রকল্পের কর্মকান্ডের অগ্রগতি, সমস্যা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে ইউবিসিসিএ থেকে সদর দপ্তর পর্যন্ত নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হবে। মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে এবং পরে আইএমইডি যথাক্রমে প্রভাব সমীক্ষা ও প্রকল্প সমাপ্তির মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করবে। এজি অফিস প্রকল্পের বাৎসরিক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করবে।

৮.১৫। যানবাহন, অফিস, সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রঃ প্রকল্প মেয়াদকালে ০২টি জীপ ও ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের সদর দপ্তর, আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা দপ্তরের জন্য সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে।

৮.১৬। ইউবিসিসিএকে ক্রমহ্রাসমান সহায়তা (Declining Support to UBCCA) ঃ প্রকল্পের আওতায় ইউবিসিসিএকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ইউবিসিসিএ'র পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ১ম বছর ৫০% আর্থিক সহায়তা এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর ১০% ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে সহায়তা করা হবে। নতুন উপজেলাসমূহকে ১ম দুই বৎসর ১০০% এবং ৩য় বৎসর থেকে ২০% ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

৮.১৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নে থাকবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। মহাপরিচালক, বিআরডিবি'র নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়োজিত থাকবেন প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক, ৫টি আঞ্চলিক দপ্তরে আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, জেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র উপ পরিচালক ও প্রকল্পের উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা। উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগ থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ২৪৭৭ জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন,নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, কার্যক্রম পর্যালোচনা ও উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের জন্য জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) বাস্তবায়ন ও ২য় পর্যায়ে অংগভিত্তিক কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কর্যক্রম	১ম পর্যায়ের কাজ (একক/টাকা	২য় পর্যায়ের কাজ (একক/টাকা	মোট
১	অন্তর্ভূক্ত জেলা	২৩	১৯	৪২
২	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	১৫২	৩৮	১৯০
৩	কেন্দ্রীয় সমিতি (ইউবিসিসিএ)	১৫২	৩৮	১৯০
৪	**প্রাথমিক সমিতি**	**১৭০৭২**	**১০৫৯**	**১৮১৩১**
	বি এস এস	৩৪১৪	২১২	৩৬২৬
	এমবিএসএস	১৩৬৫৮	৮৪৭	১৪৫০৫
৫	**সদস্য ভর্তি**	**৫,৮৮,৭৮৩**	**৫৫,০৬৭**	**৬,৪৩,৮৫০**
	বি এস এস	১,১৭,৭৫৬	১১,০১৩	১,২৮,৭৭০
	এমবিএসএস	৪,৭১,০২৭	৪৪,০৫৪	৫,১৫,০৮০
৬	**শেয়ার**	**২৫৬৯.১০**	**২৪১.৫৬**	**২৮১০.৬৬**
	বি এস এস	৫১৩.৮২	৪৮.৩১	৫৬২.১৩
	এমবিএসএস	২০৫৫.২৮	১৯৩.২৫	২২৪৮.৫৩
৭	**সঞ্চয়**	**১২১২৩.০১**	**১১৫৮.৬৯**	**১৩২৮১.৭০**
	বি এস এস	২৪২৪.৬০	২৩১.৭৪	২৬৫৬.৩৪
	এমবিএসএস	৯৬৯৮.৪১	৯২৬.৯৫	১০৬২৫.৩৬
৮	**প্রশিক্ষন**	**৩৩৬৭৩৯**	**৩৩৮৬০৯**	**৬৭৫৩৪৮**
	স্টাফ প্রশিক্ষন	১৪১৪	৫৬৬৪	৭০৭৮
	রিফ্রেসার্স	৯৪০	২৮৫	১২২৫
	সমবায়ী প্রশিক্ষন	৩৩৪৩৮৫	৩৩২৬৬০	৬৬৭০৪৫
৯	**জনবল**	**২৩৯৮**	**২৪৭৭**	**৪৮৭৫**
	কর্মকর্তা	৪৪১	৪৪৯	
	কর্মচারী	১৯৫৭	২০২৮	

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্প পরিচিতি

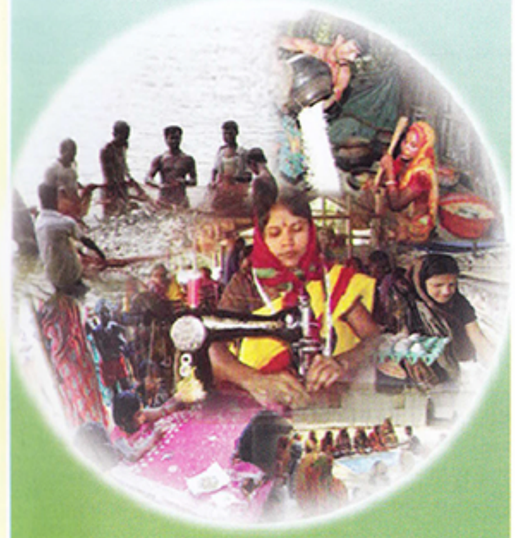

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
(বিআরডিবি)

পটভূমি ঃ গত দু'দশকে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত এ সকল প্রকল্প/ কর্মসূচির মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে গৃহীত ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) একটি অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পটির ১ম পর্যায় জুলাই'১৯৯৮ হতে জুন'২০০৭ মেয়াদে দেশের ৫টি বিভাগের ১৫২টি উপজেলায় ৩৪৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় যা IMED এর Impact study ও সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকল্প চলাকালে (ফেব্রুয়ারি- মে,২০০৬) আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত এক নিবিড় পরিবীক্ষণ (Intensive Monitoring) প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, "This Project has showed the opportunity to achieve government PRSP goals. GOB should extent the experience to rest of the country" বাস্তবায়িত প্রকল্পটির এ সফলতা ও ধারাবাহিকতায় 'পল্লী জীবিকায়ন (২য় প্রকল্প পর্যায়)' শীর্ষক এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রকল্পটিও সুবিধা বঞ্চিত মহিলা ও পুরুষদেরকে সংগঠিত করে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫০% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন;

(খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা;

(গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ;

(ঙ) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ (ইউবিসিসিএ) কে সক্ষম ও সয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা,

(চ) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৪। প্রকল্প এলাকাঃ ৭টি বিভাগের ৪২ জেলার ১৯০টি উপজেলা

৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ মোট-৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা (১০০%)
জিওবি -১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ টাকা (৫৯%)
ইউবিসিসিএ- ১৪০৫৬০.৬২ লক্ষ টাকা (৪১%)

৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ
জুলাই, ২০১২ হতে জুন,২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত

৭। অনুমোদনের তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ খ্রিঃ (একনেক সভার)
০১-১১-২০১২
(মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন দান)

৮। প্রকল্পের মূখ্য অঙ্গসমূহঃ

৮.১। উপকারভোগী নির্বাচনঃ দেশের ৭টি বিভাগের ৪২ টি জেলার অনগ্রসর ,দরিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা বঞ্চিত ১৯০টি উপজেলা থেকে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে।

৮.২। প্রাথমিক ভিত্তি জরিপ (Base Line Survey)ঃ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবারের আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও পর্যায় নির্ণয়ের জন্য একটি নির্ধারিত ছকে জরিপ পরিচালনা করা হবে। জরিপের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিত্তহীন সমিতির সদস্য নির্বাচন করা হবে।

৮.৩। প্রাথমিক সমবায় সমিতি সংগঠন ঃ জরিপকৃত প্রতিটি পরিবার থেকে শুধুমাত্র ১ জন মহিলা/পুরুষ সদস্য বাছাই করে প্রাথমিক সমবায় সমিতি (বিত্তহীন পুরুষ/বিত্তহীন মহিলা) সংগঠন করা হবে এবং সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রতিটি সমিতির সদস্য সংখ্যা হবে ২০-৩৫ জন। পুরুষ ও মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠনের অনুপাত ২০ঃ৮০।

৮.৪। সদস্যদের যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের যোগ্যতা হবে যাদের বসতভিটাসহ অনুর্ধ্ব ৫০শতাংশ জমি, দিনমজুর, নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নেই, সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ১৮-৫০ বছরের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ। নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নির্যাতিত মহিলাগণ প্রাথমিক সমবায় সদস্য নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাবেন।

৮.৫। সংহতি দল (Solidarity Group) ঃ IMED কর্তৃক গত ২১-১০-২০০৮ তারিখে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর উপর প্রণীত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ১২.১ সুপারিশ অনুযায়ী সমিতির কোন ১ জন সদস্যের ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে যেন পুরো সমিতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের ২য় পার্যায়ে আইজিএ ভিত্তিক ৫-৭ জনের সংহতি দল (Solidarity Group) গঠন করে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সংস্থান রাখা হয়েছে।

৮.৬। উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কো- অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ (ইউবিসিসিএ) গঠনঃ

প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১৫২টি উপজেলায় ১টি করে মোট ১৫২টি ইউবিসিসিএ সংগঠন করা হয়। বিত্তহীন পুরুষ ও বিত্তহীন মহিলা প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ ইউবিসিসিএ'র সদস্য। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৩৮ টি নতুন উপজেলায় একইভাবে ৩৮টি ইউবিসিসিএ সংগঠন করা হবে। ফলে মোট ইউবিসিসিএ'র সংখ্যা হবে (১৫২+৩৮)=১৯০টি।

৮.৭। সঞ্চয় জমাঃ প্রাথমিক সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ (দশ) টাকা সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হবে। এভাবে সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠন হবে, তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা, আত্মবিশ্বাস ও শৃংখলাবোধ বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে সঞ্চয় জমা ৪২৯২.২৮ লক্ষ টাকা (বিএসএস ৬৩১.৯৮ ও এমবিএসএস ৩৬৬০.৩০)। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে সঞ্চয় জমার লক্ষ্যমাত্রা ৪৯৭.৪৬ লক্ষ টাকা (বিএসএস ১৩০.৬২ ও এমবিএসএস ৩৬৬.৮৪)।

৮.৮। শেয়ার জমা ঃ সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে নিজস্ব পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সমিতির সদস্য হওয়ার সময় কমপক্ষে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার শেয়ার ক্রয় করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১০ (দশ) টাকার ০১ টি শেয়ার ক্রয় করতে হবে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে শেয়ার জমা ১১৩০.০৯ লক্ষ টাকা (বিএসএস ১৮৬.৫৭ ও এমবিএসএস ৯৪৩.৫২)। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে শেয়ার জমার লক্ষ্যমাত্রা ২৩৬.৪০ লক্ষ টাকা (বিএসএস ৫০.০০ ও এমবিএসএস ১৮৬.৪০)।

৮.৯। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ

(ক) ***ঋণ তহবিল ঃ*** এডিবি প্রদত্ত ১৯৩.০০ কোটি টাকা ঋণ তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংক ও ইউবিসিসিএ'র মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে ১৫২টি উপজেলায় ঋণ বিতরণ করা হয়। উল্লেখিত ঋণ তহবিল ছাড়াও নতুন গৃহীত ৩৮টি উপজেলার জন্য জিওবি খাত থেকে ৭০.০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিলের সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয়েছে।